দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 MAY 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

25

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সিনেটে নীলদলের বিজয়

শিক্ষক রাজনীতি ও প্রশাসনে নয়া মেরুকরণ হবে

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচনে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের নিরংকুশ বিজয়কে ১৯৭৫ সালের পট পরিবর্তনের পর নীল দলের সবচেয়ে বড় অর্জন বলে মনে করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম কোন একক প্যানেলের প্রার্থীরা রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ২৫টি পদেই জয়লাভ করল। আর এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি ও প্রশাসনে নয়া মেরুকরণ হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

৩টি প্যানেলের ৭৫ জনসহ মোট ১৬০ জন প্রার্থী এ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্যানেল ৩টি হচ্ছে ঃ আওয়ামী লীগ ও বামঘেঁষা নীল ও গোলাপী দল সমর্থিত গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদ, বিএনপি সমর্থিত প্যানেল ও জামাত সমর্থিত প্যানেল।

প্রাপ্ত ভোটের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের দু'জন শিক্ষক দু'হাজারের ওপরে, ৯ জন ১৮শ'র কিছু বেশি, ৩ জন ১৭শ'র কিছু বেশি, ৯ জন দেড় হাজারের ওপরে ভোট পেয়েছেন। এ প্যানেল থেকে সবনিম্ন ভোট পেয়ে যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তিনি পেয়েছেন ১৩৯৮ ভোট। এ প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছেন ডঃ আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের ৩ জন প্রার্থী ১২ শ'র ওপরে, ৪ জন এক হাজারের কিছু বেশি এবং বাকিদের মধ্যে প্রায় সবাই সাড়ে ছ'শ' থেকে নয় শ'র মধ্যে ভোট পেয়েছেন। এ প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ১২৯৪ ভোট পেয়েছেন জাফি উদ্দিন আহমেদ। এ প্যানেল থেকে যিনি সর্বনিম্ন ভোট পেয়েছেন তিনি ৬১৭ ভোট পেয়েছেন।

জামাত সমর্থিত প্যানেল থেকে সর্বোচ্চ ৯৫৬টি ভোট পেয়েছেন ডাঃ মোঃ আবদুল হাদী। এ প্যানেলের অধিকাংশ প্রার্থী সাড়ে ছ'শ' থেকে ৮শ'র মধ্যে ভোট পেয়েছেন। নির্বাচনের আগে জামাত সমর্থিত প্যানেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানায়, তারা তাদের পক্ষের ৮শ' জনকে ভোটার করিয়েছিল। এ নির্বাচনে যদি তাদের অধিকাংশ প্রার্থী সাতশ' থেকে আট শ'র মধ্যে ভোট পায় তবে তারা মনে করবেন তাদের ভোটাররা তাদের ভোট দিয়েছে। নির্বাচনের ফলাফল তাদের হিসেবের সঙ্গে মিলে গেছে বলে ঐ সূত্র জানায়।

ওপরের তথ্য অনুযায়ী বিএনপি সমর্থিত প্যানেলের গড় ভোট ৯শ'। আর জামাত সমর্থিত প্যানেলের গড় ভোট সাড়ে ৭শ'। এতে করে দেখা যাচ্ছে বিএনপি এবং জামাতপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ প্যানেল গঠন করে নির্বাচন করলেও গণতান্ত্রিক ঐক্য পরিষদের অধিকাংশ প্রার্থীই জয়লাভ করতেন। তবে বিএনপি ও জামাতপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দিলে তারা ৬/৭টি পদ পেতেন বলে মনে করা হয়।

সিনেটের এ রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্বাচন আওয়ামী লীগ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। সংগঠনের ওপর থেকে নিচের সারির নেতাকর্মী এবং ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। নির্বাচনের দিন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেন।

এছাড়া অধ্যাপক শাহাদত আলী ও ডঃ আনোয়ার হোসেনের তত্ত্বাবধানে নির্বাচনী প্রচারণা ছিল শৃংখলাপূর্ণ। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা এ প্যানেলের পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালায়।

বিএনপি ও জামাতপন্থী সাদা দল পৃথক পৃথক প্যানেল গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেয়। এ বিভক্তির ফলে বাংলাদেশী জাতীয়-তাবাদে বিশ্বাসীদের অনেকেই হতাশ হয়ে পড়ে। এছাড়া বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের প্রচারণা খুব একটা জোরালো ছিল না। ছাত্রদলের একজন নেতা অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ পর্যন্ত করা হয়নি।

নির্বাচনের ফলাফলের ব্যাপারে নীল দলের একজন দায়িত্বশীল শিক্ষক বলেন, এ নির্বাচন ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী জাতীয়-তাবাদে বিশ্বাসীদের। এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ জিতেছে।

এদিকে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ২৫টি পদে জয়লাভ করায় নীল ও গোলাপী দল যৌথভাবে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। সিনেটের ১০৪টি আসনের মধ্যে অধিভুক্ত কলেজসমূহের ৫ জন মনোনীত অধ্যক্ষ ও ১০ জন মনোনীত শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় এখন মোট আসন সংখ্যা ৮৯টি। এ ৮৯টি আসনের মধ্যে নীল ও গোলাপী দলের সমর্থকরা হচ্ছেন ৪৭ জন।

এ ৪৭ জনের মধ্যে ৪১ জন আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল-দলের। যেহেতু সিনেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট পাস হয়, সার্বিক কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা হয় এবং ভিসি প্যানেল নির্বাচিত করা হয় সে জন্যে সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এ বছরের জুন-জুলাই মাসে সিনেটের যে অধিবেশন বসবে সেখান থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে ৩ জন সিনেট সদস্যকে সিন্ডিকেটে পাঠানো হবে। এর ফলে নীল দলের অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি নির্বাচনে নীল দল পূর্ণ প্যানেলের জয়লাভ করে।

আগামী বছরের অক্টোবর মাসে বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। তারপর উপাচার্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীল দল চালকের আসনে থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে নীল দলের একজন শিক্ষক বলেন, '৭৫-এর আগে আমরা যে শক্তিশালী অবস্থানে ছিলাম তা পুনরুদ্ধার করতে ২০ বছর লেগে গেল। আশা করি জাতীয় রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়বে।

আওয়ামী লীগপন্থী নীল দল ও দলনিরপেক্ষ গোলাপী দল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বলে মনে করা হয়। সেজন্যে মাঝে মাঝে গোলাপী এবং নীল দলকে জামাতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নিতে দেখা যায়। কিন্তু গোলাপী দলের এক প্রভাবশালী অংশের আওয়ামী লীগের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি নেই। এ জন্য এ দু'দলের ঐক্য কখনই মজবুত ভিত্তি পায়নি।